

### বিঅমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

- সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। তিনি দয়াময়, মেহেরবান এবং বিচার দিনের মালিক। —ফাতেহা : ১-৩
- আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য (হুকুমদাতা) নেই, তিনি শাস্ত্রত ও চিরঞ্জীব। —আলে-ইমরান : ২
- শুরুতেও তিনি ছিলেন, শেষেও তিনিই থাকবেন, প্রকাশিত মহিমা সবই তাঁর, অপ্রকাশিত যা তা-ও তাঁর। তিনি সবকিছুই জানেন। —হাদীদ : ৩
- গায়েব ও ভবিষ্যত শুধুমাত্র তিনিই জানেন, যদি না তিনি কাউকে জানান, যেমন তিনি রসূলদের জানিয়েছেন। —জ্বীন : ২৬-২৭

- নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও সম্মান আল্লাহরই জন্যে। —ইউনূস : ৬৫
- আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা। —জুমআ : ১১
- যে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার জন্যে যথেষ্ট। —তালাক : ৩
- নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচারীদের ভালবাসেন। —মায়দা : ১৩
- আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন। —আলে-ইমরান : ১৪৬
- আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। —মায়দা : ৪২
- আল্লাহ জালেমদের অপছন্দ করেন। —আলে-ইমরান : ১৪০
- আল্লাহ অহংকারীদের অপছন্দ করেন। —হাদীদ : ২৩

- আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অপছন্দ করেন। —বাকারা : ২০৫
- নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের অপছন্দ করেন। —আনআম : ১৪১
- নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের অপছন্দ করেন। —আনফাল : ৫৮
- আমি (আল্লাহ) এই কল্যাণময় কোরআন নাজিল করেছি। কোরআন অনুসরণ কর এবং সৎকর্ম কর। তাহলেই তোমরা আমার অনুগ্রহ লাভ করবে। —আনআম : ১৫৫
- নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পোশাক। —বাকারা : ১৮৭
- যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন মৌন থাকো ও মনোযোগ দিয়ে শোনো। তাহলেই তোমরা রহমত পাবে। —আরাফ : ২০৪

- আমি তোমাকে [মোহাম্মদ সা.] সকল সৃষ্টির জন্যে (রহমাতুল্লিল আলামীন) করুণাস্বরূপ প্রেরণ করেছি। —আখিয়া : ১০৭
- নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। —আহযাব : ২১
- যে রসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে। —নিসা : ৮০
- হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের মধ্যে প্রাজ্ঞ নেতার আনুগত্য কর; এরপর কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে আল্লাহ ও রসূলের নিকট ফিরে যাও। —নিসা : ৫৯
- নামাজ নির্ধারিত সময়ে আদায় করা বিশ্বাসীদের কর্তব্য। —নিসা : ১০৩

- নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণ (জিকির) সবচেয়ে ভালো কাজ। —আনকাবূত : ৪৫
- নামাজ শেষ করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদ অনুসন্ধান কর। বেশি বেশি আল্লাহর জিকির কর। তাহলেই তোমরা সফল হবে। —জুমআ : ১০
- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর এবং আগুনের শান্তি হতে রক্ষা কর। —বাকারা : ২০১
- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর। —জা-হা : ১১৪
- হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পুরোপুরি সমর্পিত হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। —বাকারা : ২০৮

- হে বিশ্বাসীগণ! পূর্বসূরীদের মতো তোমাদের ওপরও রোজা ফরজ করা হয়েছে, যাতে তোমরা সংযমী হতে পারো। —বাকারা : ১৮৩
- তোমরা নামাজ কয়েম কর ও যাকাত আদায় কর। —বাকারা : ১১০
- ধনীর সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে। —মারিয়াত : ১৯
- তোমরা সৎ কাজের মাধ্যমে অন্যায়ের জবাব দাও। —মুমিনুন : ৯৬
- হে বিশ্বাসীগণ! ওয়াদা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। —মায়দা : ১
- তুমি ক্ষমাশীল হও! সৎ কাজের আদেশ কর! আহাম্মকদের থেকে দূরে থাকো! —আরাফ : ১৯৯
- তোমরা বিচারে কারচুপি করো না। ওজনে কম দিও না। —আর-রহমান : ৯

- অপরাধীদের সমর্থনে ওকালতি করো না। —নিসা : ১০৫
- তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। —হাজ্জ : ৩০
- তোমরা গীবত বা পরনিন্দা করো না। গীবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার সমান অপরাধ। —হজরাত : ১২
- যখন কাউকে গীবত করতে শুনবে, তাকে বাধা দেবে বা তাতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। —কাসাস : ৫৫
- চালচলনে সুশীল হও! মোলায়েম কণ্ঠে কথা বল! কণ্ঠস্বরকে গাধার মতো কর্কশ করো না। —লোকমান : ১৯
- নিজেদের ভেতর থেকে পরিবর্তনের সূচনা না করলে (অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে) আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না। —রাদ : ১১

- তোমরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। —নিসা : ১৭১
- অন্যের দেবতাকে গালি দিও না। —আনআম : ১০৮
- ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। আলোর পথ এখন সুস্পষ্ট। —বাকারা : ২৫৬
- যে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ বা সাহায্য করবে সে উপকৃত হবে। আর যে মন্দ কাজে প্ররোচিত বা সহযোগিতা করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ সবই দেখছেন। —নিসা : ৮৫
- একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিতে হত্যা করার সমান অপরাধ। একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা সমগ্র মানব জাতির জীবন রক্ষা করার মতো মহান কাজ। —মায়দা : ৩২

- যারা সচ্ছলতা ও অভাব-সকল অবস্থার মধ্যেই দান করে, রাগ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। —আলে-ইমরান : ১৩৪
- যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে প্রকাশ্যে বা গোপনে দান করে, তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না। —বাকারা : ২৭৪
- (তোমরা) হতাশ হয়ো না! দুঃখ করো না! তোমরাই জয়ী হবে যদি বিশ্বাসী হও! —আলে-ইমরান : ১৩৯
- হে মানুষ! তোমাদেরকে আমি এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন সমাজ ও জাতিতে ভাগ করেছি, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় জানতে পারো। —হজরাত : ১৩

- (নারী বা পুরুষ) প্রত্যেকেরই কর্ম অনুসারে তার মর্যাদা নির্ধারিত হবে। —আনআম : ১৩২
- আমাকে (আল্লাহকে) কর্জে হাসানা দাও (সৃষ্টির সেবায় দান কর) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কল্যাণ করবো। —মায়দা : ১২
- যারা শুধু পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয় তারা বিপথগামী। —ইবরাহিম : ৩
- আল্লাহ বিশ্বাসীদের দুনিয়া ও আখেরাত-উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। —ইবরাহিম : ২৭
- তোমাদের মধ্যে সৎকর্মে কে অগ্রগামী তা পরীক্ষার জন্যেই তিনি জীবন সৃষ্টি ও মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছেন। —মূলক : ২
- অপরের তুলনায় বেশি সুখ-সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে আমৃত্যু মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। —তাকসুর : ১-২

- যে নিজেকে বিশুদ্ধ করেছে সে-ই সফল আর যে নিজেকে কলুষিত করেছে সে-ই ব্যর্থ। —শামস : ৯-১০
- হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পুরোপুরি সমর্পিত না হয়ে মারা যেও না। —আলে-ইমরান : ১০২
- আমরা আল্লাহর! তাঁর কাছ থেকে এসেছি। তাঁর কাছেই ফিরে যাবো। —বাকারা : ১৫৬

### কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন Quantum Foundation

কেন্দ্রীয় দফতর : ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।  
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮  
চট্টগ্রাম : ০৩১-৬৫৩৬৮৮, ০১৭১১-৩৯৩০১০  
সিলেট : ০৮২১-৭১১৬১২, ০১৭১১-২৮০৬৫২  
রাজশাহী : ০৭২১-৭৭১৫৫০, ০১৭১১-১০৪২৮৯  
মিরপুর : ৮০৬১০৭৫, ০১৭১৭-১৪৪৭২৪  
লামা সেন্টার ও কোয়ান্টাম শিশুকানন :  
০১৭১৪-০৯৪২৭১, ০৪৪৩৪-৪৯৩৯৮৮  
E-Mail : info@quantumfey.org  
Web Site : www.quantummethod.org

November 2025 ■ 01720-515825

## কোরআন কণিকা

(মর্মবাণী)